# উত্তর পর্ব

মিহির শূর



মহাশ্বেতা দেবী অনুপ্রাণিত
- মিহির শূর
চরিত্র
গোপা - রায় কাকু, অনিকেত - বাবা
সুবিমল - সীতাংশু, রিপোটার - নীলা, দীপা

অন্ধকারের মধ্যেই আদালত কক্ষের হৈ - চৈ চিৎকার ইত্যাদি শোনা যায়। সমস্ত চিৎকার ছাপিয়ে আসামী পক্ষের উকিলের কর্কশ হুঙ্কার শোনা যায়। আলো পড়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ক্লান্ত অথচ উত্তেজিত গোপার মুখে। মঞ্চের আর সমস্ত অঞ্চল নিছিদ্র অন্ধকারে ডুবে থকে

উকিলের কণ্ঠ ঃ বলুন -- কেন আপনি সেদিন ঐ দুর্যোগের রাতে একা একা হরিপুর গিয়েছিলেন --বলুন, আপনার মতো একজন অবিবাহিতা সুন্দরী যুবতি কি উদ্দেশ্যে অত রাতে--
গোপা ঃ আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমি অনেকবার দিয়েছি। বারবার একই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।
বিচারকের কণ্ঠ ঃ গোপাদেবী -- আপনাকে যা প্রশ্ন করা হচ্ছে তার উত্তর দিন। আদালতের সঙ্গে সহযোগিতা কন।
গোপা ঃ আর একবার, হ্যাঁ একবারই বলব এবং এই শেষবার। এরপর আপনারা যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।
বিচারকের কণ্ঠ ঃ আইন তার পথ ধরেই চলবে। এখানে কার কোনও ইচ্ছা - অনিচ্ছার মূল্য নেই মিস্ সেন। আপনাকে যা বলতে বলা হয়েছে আপনি তাই বলুন--
উকিলের কণ্ঠ ঃ বলুন-- কেন দুর্ঘটনার দিন রাতে অত দুর্যোগের মধ্যেও আপনি একা একা হরিপুরে গিয়েছিলেন -- কেন?
গোপা ঃ সামনেই আমাদের 'দর্পণ' নাট্যসংস্থার একটা ইমপর্টেড শো ছিল। বহু কষ্টে কলকাতার হলে একটা ডেট পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে একজন বিখ্যাত নাট্যপরিচালককে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে, প্রেস থাকবে, কলকাতার ও মফস্বলের বহু গ্রুপের পরিচালক -- অভিনেতারা থাকবেন। কাজেই আমাদের মতো মফস্বলের একটি গ্রুপের কাছে শো-টাছিল ভেরি ইমপর্টেন্ড-- অথচ বেশ কিছুদিন ধরেই রীণা আর সীতাংশু রিহার্সালে আসছিল না। এদিকে নাট কে ওদের দু'জনেরই ভাইটাল ক্যারেক্টার। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। তাই সেদিন-- অর্থাৎ -- গত ২৮শে জুলাই শনিবার অফিসের পর সোজা রিহার্সেলে গিয়ে যখন দেখলাম সেদিনও রীণা আর সীতাংশু অ্যাবসেন্ট--- রিহার্সাল বাতিল করে আমি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরি হরিপুরে ওদের বাড়ি যাবো বলে--
উকিলের কণ্ঠ ঃ হুম্ -- তারপর আপনি হরিপুরে পৌঁছলেন -- ট্রেন থেকে নামলেন --- একবার হাতঘড়িটা দেখলেন -- র

াত তখন
গোপা ঃ ঠিক আট্টা। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। এবার একেবারে তেড়ে বৃষ্টি এলো। প্রায় সঙ্গে স ঙ্গেই লোডশেডিং। অতটুকু স্টেশন -- পান বা চায়ের দোকানও নেই। আমি আর দেরি না করে স্টেশণ- মাস্টারের ঘরে বসবো বলে সেদিকেই এগোচ্ছিলাম -- এমন সময় ---
উকিলের কন্ঠ ঃ এমন সময় ?
গোপা ঃ প্রায় চলমান অন্ধকারে মতো সেই লোকটা এগিয়ে আসে, যে হরিপুরে নেমেছিল আমার সঙ্গেই। পিছনে আরেক জন এসে আর একটু দ্রুত পায়ে হাঁটতে শু করে। ষ্টেশন মাস্টারের ঘরের আলো এসে পড়ে সেই জায়গাটায়। ঐ আলো াতেই আমি পরিষ্কার দেখতে পাই সেই লোকটাই। বছর তিরিশ হবে। যথেষ্ট জোয়ান। আমি ভাবলাম ছিনতাইবাজ হবে। ব্যাগটা আড়াল করে প্রায় ছুট লাগালাম স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে---
উকিলের কন্ঠ ঃ তারপর -- তারপর মিস সেন্ ?
গোপা ঃ হঠাৎ মুখের ওপর বিশাল থাবা। পায়ের চটি খুলে গেল। আমি প্রাণপনে চেঁচাতে লাগলাম। কিন্তু কেউ এলো না । হয়তো বৃষ্টির প্রচন্ডশব্দ আর আমার চিৎকার একাকার হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে ওরা আমাকে নিয়ে যায় লাইনের ওপারে, ধানক্ষেতে। বৃষ্টি- পরিত্যত্ত চা দোকানের ছাউনিতে। আমি একবার শেষ চেষ্টা কর লাম। শরীরের সমস্ত শত্তি দু'হাতে এনে নখ দিয়ে লোকটার মুখ চিরতে থাকি। টার্গেট ছিল চোখ দুটি -- চোখটা যদি -- এসময়ই হঠাৎ মাথায় একটা প্রচন্ডআঘাত --- তারপর, তারপর সব অন্ধকার---
(সঙ্গে সঙ্গেই মুখের ওপরকার আলো অদৃশ্য হয়। সমস্ত অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যেই হৈ - চৈ, চিৎকার। ভেসে আসে কয়েকটি আগ্রহী, উৎসুক, উদ্বেগ - ভরা কথার টুকরো)
১ম ঃ একি! উনি কি অজ্ঞান হয়ে গেলেন!
২য় ঃ জল, জল, একটু জল!
৩য় ঃ আঃ-। সন তো -- দিদি --- দিদি --
৪র্থ ঃ কত রঙ্গ দেখাবি মা!
৫ম ঃ সবই সিম্প্যাথি আদায়ের চেষ্টা--
৬ষ্ঠঃ হ্যাঁ - হ্যা, উকিলমশাই ঠিক বলেছেন -- মেয়েটির বদ - চরিত্রের।
৭ম ঃ আরে মশাই, ভালো মেয়েরা ধর্ষিতা হয় না।
৮ম ঃ দেখি- দেখি, একটু সণ তো। হাওয়া আসতে দিন---
(একসময় সবই থেমে যায়। দু' এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে গম্‌গম্ ক রে ওঠে বিচারকের কণ্ঠস্বর)
বিচারকের কন্ঠ ঃ সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার - বিবেচনা করিয়া মহামান্য আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, গত ২৮শে জু লাই, ১৯৯০ পরিত্যত্ত চায়ের দোকানের ছাউনিতে মিস গোপা সেন, বর্তমান মামলার অভিযোগকারিণী জনৈকে র দ্বারা ধর্ষিতা হন। এটা সত্য এবং প্রমাণিত। মেডিকেল রিপোর্টই একথা প্রমাণ করে। কিন্তু যেসব সাক্ষ্য - প্রমা ণ গত তিনমাসে ন্যায়ালয়ের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কখনোই এটা প্রমাণিত হয় না যে, অভি যুত্ত বিজয় বর্মণই অপরাধী। তাই উপযুত্ত প্রমাণাভাবে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ - এর ২ ধারা অনুযায়ী আস ামী বিজয় বর্মণকে বেকসুর মুত্তি দেওয়া হইল ।তবে এই বিচিত্র 'মামলার সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বলিলে এই রায়ের অন্তর্নিহিত সত্যই উপলব্ধি করা যাইবে না এবং তাহা ---বিচারকের কণ্ঠস্বর ত্রমশ অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট তর হয়। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধীরে ধীরে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত হয়। গোপাদের ফ্ল্যাটের বসবার ঘর। ইচ্ছেমতোসাজিয়ে নিতে হবে। সময় সন্ধ্যা। মঞ্চ ফঁ াকা। ওরা সবাই আদালত থেকে ফিরে এসেছে। আজই রায় বেরিয়েছে । কলিং বেলের শব্দ। ভেতর থেকে গোপার ছে াটভাই অনিকেত বেরিয়ে এসে বাইরের দরজা খুলে দেয়। প্রবে শ করেন পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা রায়বাবু। অনিকেত ইঞ্জি নীয়ারিং - এর ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। পরীক্ষা দিয়ে দিন পনের হল বাড়ি এসেছে।)
রায় ঃ কি ব্যাপার অনি, ঘর একেবারে ফাঁকা! ওরা কি এখনো কোর্ট থেকে ফেরেনি?

আনি ঃ (দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে) হ্যাঁ, কিছুক্ষণ হল ফিরেছেন। আপনি বসুন কাকাবাবু, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি ।

রায় ঃ না, নানা, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। সবে ফিরেছেন। তাছাড়া মামলার রায় আমি বড়খোকার কাছে শুনেছি। ও-ওতো এই মাত্র ফিরলো।

অনি ঃ অমিয়দা কোর্টে গিয়েছিল নাকি?

রায় ঃ ছুটি নিয়ে কোর্টে গিয়েছিল। একেবারে শেষ পর্যন্ত থেকে বিচারকের রায় শুনে তবে বাড়ি ফিরেছে। যাক্ বাবা -- এতদিনে নিশ্চিত। ওঃ -- গত চারমাস কি ঝড়টাই না সামলাতে হচ্ছে তোমার বাবাকে। এবার উনি নিশ্চয়ই শান্তি প াবেন। তা -- বাবা অনি, তোমার ইউনিভার্সিটি কি এখন বন্ধ নাকি? আজ প্রায় দিন দশ বারো তোমাকে দেখ ছি এখানেই পড়ে আছো---

অনি ঃ হ্যাঁ কাকাবাবু -- আমদের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা শেষ হতেই ইউনিভার্সিটি ছুটি হয়ে গেছে।

রায় ঃ তাই বুঝি! তা - তা পরীক্ষা কেমন হল ? অবশ্য এ প্রশ্নটা না করাই বাঞ্ছনীয়। যার দিদির এরকম একট মারাত্মক এক্সিডেন্ট হয়ে গেল --তার পক্ষে ঠিক সেই সময়ই পরীক্ষায় বসা---

অনি ঃ না কাকাবাবু -- পরীক্ষা আমার ভালোই হয়েছে। কারণ দিদির ব্যাপারটা আমাকে জানানোই হয়নি। দিন পনের আগে বাড়ি এসে সব জানতে পারি।

রায় ঃ সেকি! খবরের কাগজেও তো প্রায় দিন সাতেক এই নিয়ে অনেক কেচছা - কেলেঙ্কারি বেরিয়েছে। চারিদিকে টি টি পড়ে গেছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তোমায় কি বলবো অনিকেত, লজ্জায় অপমানে আমরা --- এই আবাসনের বাসি ন্দারা ক'দিন ঘর থেকেই প্রায় বেতেই পারি নি।

অনি ঃ আপনি জানেন না কাকাবাবু -- পরীক্ষার অন্তত একমাস আগে থেকেই আমি নিউজ পেপার কেন, ে কোনও ম্যাগা জিনও একবার হাতে নিয়ে দেখি না।

রায় ঃ তাই বুঝি! ভালো, ভালো। --- তোমার বাবাও তো একটা চিঠি তোমাকে দিতে পারতেন।

অনি ঃ বাবা হয়তো ভেবেছেন -- যা হবার তা তো হয়েই গেছে। মাঝ থেকে আমাকে খবর দিয়ে -- পরীক্ষাটা নষ্ট হলে অ ামার কেরিয়ারটা সর্বনাশ হয়ে যেত।

ভেতর থেকে অনিকেতের বাবা প্রবেশ করেন।

বাবা ঃ লড়াই! আবার কিশের লড়াই! কার সাথে লড়াই! সব লড়াই শেষ! বিচারকের রায় হয়ে গেছে। এ বাড়িতে যেন আর কেউ কখনো লড়াই - এর কথা না বলে। লড়াই! মান - সম্মান সমস্ত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে--

রায় ঃ বসুন -- বসুন সেনসাহেব। অযথা উত্তেজিত হবেন না---

বাবা ঃ না-না, আপনি জানেন না রায়বাবু-- কি লাঞ্ছনা, কি অপমান! এই বৃদ্ধের আজ আর কোনও প্রয়োজন নেই এদের কাছে! আমার একটি কথারও কোনও মূল্য নেই। ফল যা হবার তাই হয়েছে।

রায় ঃ আমি শুনেছি-- সব শুনেছি সেনসাহেব। গোপার জন্য সহানুভূতি জানানো ছাড়া আমাদের আর কি-ই বা করার আছে!

বাবা ঃ সহানুভূতি! কার জন্য সহানুভূতি! সহানুভূতি পাবার কোনও যোগ্যতাই আমার মেয়ের নেই!

রায় ঃ আপনার যন্ত্রণা -- আপনার কষ্ট আমি ফিল্ করছি সেনসাহেব। সবই দুর্ভাগ্য। নইলে গোপার মতো অমন ভালো মেয়ের কপালে---

বাবা ঃ ভালো মেয়ে! হুঁ -- জানেন রায়বাবু, সওয়াল করতে গিয়ে উকিলমশাই কি বলেছেন---? ভালো মেয়েরা ধর্ষিতা হ য় না, হয় দুশ্চরিত্রারা! ভাবুন--- আমার গোপা দুশ্চরিত্রা -- একথাও আমাকে শুনতে হল কোর্ট ভর্তি লোকের সা মনে। আপনার ভালো মেয়ে তার বাবাকে আজ কোন সৌভাগ্যের দরজায় এনে দাঁড় করিয়েছে একবার ভাবুন --- ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অনি ঃ বাবা! বাবা-- আবার তুমি শু করলে!

রায় ঃ দুঃখ করে আর কি করবেন? আপনি বরং একটু বিশ্রাম নিন। আমি না হয় কাল সকালের দিকে একবার আসবো। যাও - বাবা অনিকেত, বাবাকে ভেতরে নিয়ে যাও। চলি সেনসাহেব।

রায়বাবু চলে যান। অনিকেত বাইরের দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে। বাবার দিকে একবার তাকায়। সেনবাবু দু'হা তে মাথা

ঠেকিয়ে বসে আছেন। অনিকেত ভেতরে চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে প্রবেশ করে দীপা। এ বাড়ির ছোট মেয়ে। বিবাহিতা। বোম্বে প্রবাসী। সে বাবার কাছে এসে দাঁড়ায় ।

দীপা ঃ বাবা? বাবা---?

বাবা ঃ উঁ --- কে? ও---, দীপা!

দীপা ঃ কি ভাবছিলে? শরীর খারাপ লাগছে?

বাবা ঃ না। ভাবছিলাম - রায়বাবুর কথাগুলো --- গোপার জন্য সহানুভূতি জানানো ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই!

দীপা ঃ রেখে দাও তো ওর কথা। সহানুভুতি জানাতে এসেছেন না ছাই! মজা দেখতে এসেছেন -- মজা।

বাবা ঃ ওর আর দোষ কী বল সবই আমার কপাল! তবু তো গত চার মাসে একমাত্র রায়বাবুই একটু যা খোঁজখবর নিয়েছেন-- আর সবাই তো আমাদের দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে সরে গেছেন। আচছা, বল্ তো দীপা--- আমাদের অন্যায়টা কোথায়? হঠাৎই যেন সকলের কাছে আমরা অচছুৎ হয়ে গেলাম।

দীপা ঃ ন্যাকামি করো না বাবা। তোমার উচিত ছিল দিদিকে কিছুতেই কেস করতে না দেওয়া। তোমার জামাই তো রেগে আগুন। নিজে তো এলোই না-- আমাকে পর্যন্ত আসতে দেবে না কিছুতেই। কিন্তু এখন দেখছি ওর সাথে ঝগড়া করে না এলেই ভালো করতাম।

ভেতর থেকে বড় ছেলে সুবিমল আসে।

সুবিমল ঃ বাবা -- নীলা আপনাকে ভেতরে ডাকছে--

বাবা ঃ কেন রে?

সুবিমল ঃ কোর্ট থেকে ফিরে এসে আপনি এখনো কিছুই মুখে দেন নি।

বাবা ঃ তোরা খেয়েছিস তো ? দীপা?

দীপা ঃ হ্যাঁ বাবা তুমি যাও। বৌদি তোমার জন্যে বসে আছে।

বাবা ঃ গোপা?

দীপা ঃ ওতো স্নান সেরেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিয়েছে। বৌদি ডাকতে গিয়েছিল। দরজা খোলেনি।

বাবা ঃ অনি -- অনি খেয়েছে?

সুবিমল ঃ ওর নাকি খিদে নেই!

বাবা ঃ খিদে নেই! সেকি, ওর আবার কি হল দ্যাখো দিকি, খিদে নেই কেন?

বিড় বিড় করতে করতে বাবা ভেতরে চলে গেলেন।

সুবিমল ঃ হবে না! আমাদের কথা ছেড়ে দাও। মোটামুটি আমরা এখন এস্টাব্লিশড্। কিন্তু ও? সামনে পড়ে আছে বিরাট ফিউচার। আমি সিওর--- রেজাল্ট-ওর ভালো হবেই। কিন্তু ভালো চাকরি পেতে গেলে ফ্যামিলি ব্যাক্গ্রাউন্ডটাও ভালো দরকার। নীট এন্ড ক্লীন। আর এসময়ই কিনা দিদি এতবড়ো একটা কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে বসলো! অনির পক্ষে এখন একটা ভালো চাকরি জোটানো কত ডিফিকাল্ট হয়ে গেল একবার ভাবো তো দাদা?

সুবিমল ঃ হ্যাঁ -- তুই ঠিকই বলেছিস্ দীপা। দিদির এই ঘটনাটা অনির কেরিয়ারের ক্ষতি করবেই---!

দীপা ঃ আমার হাজব্যান্ড্ তো বলেই দিয়েছে ও আর ক্যাল্কাটা -য় আসবেই না।

সুবি ঃ এটা কিন্তু সুজয়ের বাড়াবাড়ি দীপা। তুই ওকে---

দীপা ঃ বাড়াবাড়ি! তুমি একে বাড়াবাড়ি বলছো দাদা?

সুবিমল ঃ সুজয়ের অন্তত একবার আসা উচিত ছিল। হাজার হোক্ ---দিদিই তো তোদের বিয়েটা দিয়েছিল। অথচ তার এই বিপদে---

দীপা ঃ ওঃ দাদা - তুমি বুঝতে পারছো না, ও এখন এক্সট্রিম্লি বিজি্। তাছাড়া ওর বিজনেস পার্টনারও এখন মুম্বাইতে নেই। এই অবস্থায় বিজ্নেস গুটিয়ে রেখে ওর পক্ষে---

সুবিমল ঃ দীপা, বিজি আমরাও কেউ নয়। সামনের মাসেই আমাদের নার্সিং হোমটা ওপেন করার কথা। নীলার বাবা মা-

ও অলরেডি ষ্টেট্স থেকে এসে গিয়েছেন। ইন ফাক্ট, ওরা হেল্প্ না করলে আমার পক্ষে নার্সিং হোম করাটা স্বপ্নই থেকে যেত। তাছাড়া, নীলাকেও স্কুল থেকে স্পেশাল লীভ্ নিয়ে আসতে হয়েছে।

কলিং বেল বাজে। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অনিকেত।

সুবিমল ঃ দ্যাখ্ তো অনি--- আবার কে এলো ?

অনিকেত এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে। বাইরে থেকে অনিকেত ও সীতাংশু-র কথা শোনা যায়।

অনি ঃ আপনি ?

সীতা ঃ আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। আমি গোপাদির নাটকের গ্রুপ থেকে আসছি।

অনি ঃ ও--- আসুন। (অনিকেত তার পেছনে সীতাংশু ঘরে ঢোকে) আমার বড়দা-- ছোট্দি -- আর ইনি---

সীতাংশু ঃ সীতাংশু -- সীতাংশু কর্মকার। আমি গোপাদির গ্রুপে অভিনয় করি।

সুবিমল ঃ ও --- আপনিই সীতাংশু-- মানে আপনার বাড়িতে যেতে গিয়েই দিদির অ্যাক্সিডেন্ট--

সীতাংশু ঃ হ্যাঁ ! সেজন্য -- বিশ্বাস কন, আমি ভীষণ লজ্জিত। আজ এই চারমাস সেই লজ্জা বয়ে বেড়াচ্ছি !

অনি ঃ কেন -- আপনি লজ্জা বয়ে বেড়াচ্ছেন কেন ?

সীতাংশু ঃ আমার জন্যই তো--- মানে -আমি যদি রিহার্সালে অ্যাবসেন্ট না থাকতাম-- তাহলে তো আর গোপাদিকে হরিপুরে ছুটতে হতো না। আর--

সুবিমল ঃ না-না, আপনার কি দোষ। দিদিরই অত সাহস দেখাবার কি দরকার ছিল ! গ্রুপের অন্য কাউকে ওখানে পাঠাতে পারতো।

সীতাংশু ঃ আসলে কি জানেন -- গোপাদি গ্রুপকে বোধহয় নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন। সব কাজ তিনি নিজের হাতে করতে চান। খুব প্রয়োজন না হলে আমাদের হেল্প নিতেই চাইতেন না। আর সেজন্যই আজ ওকে এতবড় মূল্য দিতে হল।

দীপা ঃ একে ভালোবাসা বলে না। বলে গোয়ার্তুমি !

অনি ঃ তা এখানে এখন আপনার আসার কারণ ?

সীতাংশু ঃ গোপাদির সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেব। প্লিজ্ -- ওকে একবার ডেকে দিন না।

সুবিমল ঃ দীপা -- যা তো। দিদিকে বল। (দীপা ভেতরে চলে যায়) আচ্ছা -- এতদিনে বিভিন্নভাবে যতদূর জেনেছি, আপনি এবং রীনাদেবীই দিদিকে অকুস্থল তেকে হেল্থ সেন্টারে নিয়ে যান---

সীতাংশু ঃ হ্যাঁ -- রাত তখন প্রায় ন'টা। বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পরে সবে বৃষ্টিটা থেমেছে। এমন সময় রিক্সাওয়ালা দু খু মিঞা দৌড়তে দৌড়তে এসে বলে--- লাইনের পাশে ধানক্ষেতের লাগোয়া চা - দোকানের ছাউনিতে একজন দিদিমণি পড়ে আছেন অজ্ঞান হয়ে। তিনি নাকি ওর রিক্শাতেই এর আগে বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন। রীণাও তখন আমার ওখানেই সঙ্গে সঙ্গে আমি আর রীণা ছুটে যাই।

সুবিমল ঃ তারপর ?

সীতাংশু ঃ প্রথমেই দিদিকে নিয়ে যাই হরিপুর হেল্থ সেন্টারে। সেখানে প্রাইমারি ট্রিট্মেন্ট- এর পর দিদিকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে চাই। কিন্তু--

সুবিমল ঃ কিন্তু দিদিই আপনাদের সঙ্গে নিয়ে লোকাল থানায় যায় এবং এফ্. আই. আর. করে !

সীতাংশু ঃ এগ্জাক্টলি !

(দীপা ফিরে আসে)

অনি ঃ কি হল ? দিদি এলো না ?

দীপা ঃ দরজাই খুললো না !

(সীতাংশুকে অসহায় দেখায়।)

সুবিমল ঃ আসলে কি জানেন-- কোর্ট থেকে ফিরেই দিদি সেই যে স্নান সেরে নিজের ঘরে ঢুকেছেন -- আর বেরোন নি।

সীতাংশু ঃ ও-- আচ্ছা ! ঠিক আছে। আমি না হয় পরে একদিন--(চলে যাবার জন্য দু'পা এগিয়ে যায়। অনিকেত বাধা

দেয়)
অনি ঃ এক মিনিট। (সীতাংশু ঘোরে। অনিকেত এগিয়ে যায়) আপনি দিদির কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন কেন?
সীতাংশু ঃ গোপাদি-কে দেওয়া কথাটা রাখতে পারিনি বলে।
অনি ঃ কি কথা?
সীতাংশু ঃ আমার সাথে দেখা করে দিদি আমাকে রিকোয়েষ্ট করেছিলেন কোর্টে উপস্থিত থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। কার ণ, গোপাদির অ্যাডভোকেট জানিয়েছিলেন যে এই কেসে আমার সাক্ষ্যটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট্।
অনি ঃ আপনি সাক্ষ্য দিলেন না কেন?
সুবিমল ঃ আঃ - অনি, ওকে এভাবে জেরা করছো কেন?
সীতাংশু ঃ না-না, ওনাকে বাধা দেবেন না। শুনুন-- সেদিন কোর্টে আসার জন্য আমি তৈরিও হয়েছিলাম। কিন্তু শেষ মুহুর্তে রীণা এমন ভাবে আমাকে বাধা দিল যে--, জানেন ও কিছুতেই চাইছিল না যে এই মামলায় আমি সাক্ষ্য দিই!
অনি ঃ কেন?
সীতাংশু ঃ আপনারা জানেন না-- গোপাদিকে যে রেপ করেছে সেই বিজয় বর্মণের বাবা হরিপুরের গড়্ফাদার। কলকাত ায় উপর মহলেও তার যথেষ্ট প্রভাব।
অনি ঃ কিন্তু রীণাদেবী আপনাকে বাধা দিলেন কেন?
সীতাংশু ঃ মানে -- রীনার সঙ্গে আমার একটা অ্যাফেয়ার বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। অবশ্য গোপাদিরা ব্যাপারটা জ ানতে ন না। আর এই অ্যাক্সিডেন্ট্টা না ঘটলে এতদিনে আমাদের বিয়েটাও হয়ে যেত। ন্যাচারালি, রীণা চায়নি যে এ ই সময় ঐ বিজয় বর্মণের বিদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আমার জীবনটা বিপদগ্রস্ত করে তুলি! আমিও ভাবলাম -- একটা ষ্ট্রেট্ কেস। অ ামি সাক্ষ্য দিই বা না দিই -- দিদির জয় অনিবার্য ধ্বাস কন -- এমনটা যে হবে আমার কল্পানাতে ও আসেনি। কোর্টে আ মিও আজ গিয়েছিলাম। রায় বেবার পর দিদির সামনে ঐ মুহুর্তে যেতে ঠিক সাহস হয় নি। তাই এখানেই--
অনি ঃ আপনি এখন আসতে পারেন।
সীতাংশু ঃ য়্যাঁ। ও --, নমষ্কার।
(সীতাংশু ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।)
সুবিমল ঃ ভদ্রলোকের সঙ্গে এভাবে বিহেভ্ করাটা তোমার বোধহয় ঠিক হল না অনি। শুনলেই তো -- অপরাধীর পিতৃপবি চয়। এ অবস্থায় উনি সাক্ষ্য দিলেও বিচারকের রায় কিছু বদলে যেত বলে আমার মনে হয় না।
দীপা ঃ তাছাড়া ও যে বাড়ি বয়ে এসে ক্ষমা চাইতে এসেছে -- সেটাই তো এনাফ্! (আবার কলিং বেল বাজে।)
সুবিমল ঃ আবার কে এলো!
দীপা ঃ জ্বালিয়ে মারলে!
অনি ঃ দরজা খোলাই আছে -- ভেতরে আসতে পারেন। (একজন তণ রিপোর্টার প্রবেশ করে।)
আনি ঃ আপনি?
রিপোর্টার ঃ বলছি? আগে বলুন -- এটা কি মিস্ গোপা সেনের ফ্ল্যাট?
সুবিমল ঃ হ্যাঁ। কেন বলুন তো?
রিপোর্টার ঃ সরি-- এসময়ে আপনাদের বিরত্ত করতে হল। কি করবো -- চিত্র এডিটরের হুকুম। কাজেই না এসে পারলাম না । আমি দৈনিক ভবিষ্যৎ পত্রিকা থেকে আসছি। কাউন্ডলি - যদি মিস সেনকে একবার ডেকে দেন, মানে ওনার এ কটা ইন্টারভ্যু--
দীপা ঃ দেখুন -- দি কেস ইজ ফিনিশ্ড্--- আমরা চাই না এ নিয়ে নতুন করে আবার...
রিপোর্টার ঃ সরি ম্যাডম্-- আপনি কেন, পারসোন্যালি আমিও চাই না এ নিয়ে আবার কোনও নিউজ হোক্। কিন্তু -- ইন্ দ্য ইনটারেস্ট্ অব্ দ্য পিপল্ - প্রেস তো এখানে থেমে যেতে পারে না! প্রেসকে এগিয়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। জা নতে হবে এবং তা জানাতে হবে। প্লীজ্ -- আমার একটু তাড়া আছে---
যদি মিস্ সেনকে একবার--

অনি ঃ দেখুন-- দিদি এখন রেষ্ট নিচেছন, নিজের ঘরে, একা। এসময়ে আমরা কেউ ওকে ডিস্টার্ব করতে পারবো না। আপনার যা জানার আছে, দাদার কাছে জেনে নিতে পারেন। আর যদি চান্ তো -- আমি ওর ছোট্দিও আপনার প্রয়োজনে আসতে পারি। দিদিকে ডেকে দেবার জন্য আশা করি আর রিকোয়েষ্ট করবেন না।
রিপোর্টার ঃ অগত্যা! (সুবিমল - কে) আপনার নাম?
সুবিমল ঃ ডাঃ সুবিমল সেন।
রিপোর্টার ঃ আপনি কি এখানেই থাকেন?
সুবিমল ঃ না। বাঙ্গালোরে আমার শ্বশুরবাড়ির খুব কাছেই একটা নার্সিং হোম করছি। আমার ওয়াইফ্ কর্ণাটকের মেয়ে। যদিও ওর শিক্ষা - দীক্ষা, বেড়ে ওঠা কলকাতাতেই। বিয়ের পর থেকে লাস্ট ফিউ ইয়ারস্ আমি ব্যাঙ্গালোরেই থাক ছি। এখানে মাঝে মাঝে আসি।
রিপোর্টার ঃ আচ্ছা, ডাঃ সেন -- আপনার দিদির ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা এই মুহূর্তে কি ভাবছেন? মানে, আমি বলতে চাইছি যে, এরপর কি আপনারা হাইকোর্টে যাবার কথা ভাবছেন?
(বাবা ও নীলা ভেতরের ঘরে থেকে আসে।)
বাবা ঃ কার সাথে কথা বলছিসরে সুবি-- কে এসেছে?
(কথা মাঝপথে থেমে যায় সাংবাদিকের উপর চোখ পড়তেই।)
সুবিমল ঃ উনি ডেইলি ভবিষ্যৎ পত্রিকা থেকে এসেছেন। (রিপোর্টারকে) আমার বাবা। আর উনি আমার ওয়াইফ্ মিসেস নীলা সেন--
রিপোর্টার ঃ সরি মিঃ সেন। আপনাদের একটু বিরক্ত করতে হচেছ। আসলে আমি এসেছিলাম-- মিস্ সেনের একটা ইন্টারভ্যু নিতে--
বাবা ঃ (উষৎ উত্তেজিত) না- না, আর কোনও ইন্টারভ্যু আমরা দেব না। আপনারা যা খুশি তাই লিখতে পারেন। যেমন এতদিন লিখে এসেছেন---।
রিপোর্টার ঃ এই দেখুন -- আপনি রেগে যাচেছন! বিলিভ মি -- আমি ফিল করছি আপনার যন্ত্রণা। কিন্তু কি করবো বলুন, মিনিমাম্ কিছু পয়েন্টস্ না পেলে একটা আর্টিকেল দাঁড় করানো যাবে না! চাকরিটা তো আমাকে বাঁচাতেই হবে। প্লীজ্ - আপনাদের নেক্স্ট্ স্টেপ - এর ব্যাপারে যদি একটু হিন্টস্ দেন-- মানে। মানে - মিস্ সেন কি এরপরে আব ার কোর্টে অ াপীল করবেন?
বাবা ঃ (ভীষন উত্তেজিত) কোনও প্রশ্নের জবার আপনি পাবেন না -- এরপরেও যদি আমাদের বিরক্ত করেন--
সুবিমল ঃ বাবা--- (বাবাকে থামায়, রিপোর্টারকে) বুঝতেই পারছেন, বাবা ভীষণ এক্সাইটেড্ হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া আ মরা এখনো কোনও ডিসিশন্ নিইনি। আপনি বরং--
রিপোর্টার ঃ থ্যাঙ্ক ইউ -- থ্যাঙ্ক ইু, ওটুকুই যথেষ্ট। এখানো কোনও ডিসিসান্ নেন্নি। ওকে, চলি। হ্যাঁ, আজ রাতের মধ্যে আই মীন লেট নাইটে যদি কোনও ডিসিশন্ নেন্ -- কাইন্ডলি একটা ফোন করে অফিসে জানিয়ে দেবেন। অন্য ক াগজে বেবার আগেই নিউজটা আমাদের চাই। হিয়ার ইজ দ্য নম্বর ---(কার্ড দেয়) চলি -- নমস্কার।
(দ্রুত বেরিয়ে যায়। অনিকেত পেছন পেছন গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে।)
বাবা ঃ শকুন! ভাগাড়ের খোঁজ পেয়েছে সব!
(এক মুহূর্তে সবাই চুপ। নীলা নীরবতা ভাঙে।)
নীলা ঃ আশ্চর্য!
সুবিমল ঃ কি বলছো?
নীলা ঃ না, বলছিলাম --দিদি তো বাধা দিয়েছিল। কোর্টে আজ আমি ঐ লোকটাকে ভালো করে ওয়াচ্ করেছি। লোকটার মুখে নখের আঁচড় এখনও দগ্দগ্ করছে। খুব বসে গিয়েছিল নখ। ওটা তো প্রমাণ! তবু জজ--
সুবিমল ঃ প্রমান! প্রমাণ হয়ে গেল লোকটা সেই সময় হরিপুর ষ্টেশনে ছিলই না!
নীলা ঃ দ্যাটস রাইট্। কিন্তু এটাও তো জানা গেল-- ও একটা অ্যান্টিসোস্যাল। এরকম কাজ ও আগেও করেছে!

সুবিমল ঃ তুমি থামবে?

নীলা ঃ আস্তে ডার্লিং। গলা নামাও। সোজা কথা, দিদি বিচার পেল না। পেল না কোথায়? তোমাদের বেঙ্গলে!

সুবি ঃ বাজে বোকো না। তোমাদের কর্ণাটকে এখনও দেবদাসী প্রথা চলে।

নীলা ঃ ইয়েস। সে বিষয়ে সরকার, স্টেপ্ -ও নেয়।

সুবি ঃ তার মানে? হোয়াট ডু ইউ মীন? তুমি জানো এখনো এখানে মেয়েরা--

নীলা ঃ নিরাপদ? চমৎকার! দিদির এই ঘটনার পরেও তুমি বলবে--? ও নো নো, আমি আর অসাছি না বাঙ্গালোর থেকে। মেয়েকে তো পাঠাবোই না।

দীপা ঃ ও-তো এখনো বাচচা!

নীলা ঃ সো হোয়াট! দিদির কেস নিয়ে অন্যান্য কত ঘটনার রিপোর্ট বেলো, তাতে দেখেছি বাচচা মেয়েরাও--

নীলা ঃ নট লাইক দিস্। তবে আমি বলবোই -- দিদির উকিল দাণ ফাইট দিয়েছেন।

বাব ঃ তাতে বেনিফিট কি হল? শেষ রাখতে পারলো? রোজ পাঁচশ এক টাকা ফি। একটা ফরচুনই বেরিয়ে গেল বল তে গেল!

অনি ঃ টাকা তো দিদি দিয়েছে।

বাবা ঃ তার জন্যই তো কেচ্ছা গড়াল। আজ চার মাস ধরে এই তামাশা -- কি দরকার ছিল কেস করার? দেখছ পুলিশ কেস করছে না, পুসিশের সঙ্গে ওদের দোস্তি আছে, সেখানে তুমি জেদ করে কেস করতে গেলে কেন?

দীপা ঃ আমার কথা একটু ভাবলো না? জানে, আমার স্বামী কি ডিফিকাল্ট্ মানুষ! প্রোমোটিং - এর বিজনেসে নাম টিকিয়ে রাখার জন্য ওকে কি কষ্ট করতে হব! সে সব ভাবলো?

সুবিমল ঃ তোর কথা কি ভাববে? কেনই বা ভাববে?

দীপা ঃ বিপদ সকলেরই। তোমরা বাঙ্গালোরে থাকছ। এখানকার কাগজ - টাগজ বড় একটা যায় না। কিন্তু আমাদের মুম্বাই। দিদির কেস তো ওখানেও জানবে।

নীলা ঃ রিয়ালি? কি করে?

দীপা ঃ সেই তো বলছি। কোনও কথাই ভাবলো না।

সুবিমল ঃ রেপ কেসে মেয়েদের ওপর অবিচার হয় বলে মুম্বাইয়ে কি সব মেয়েরা ফাইট করছে না? নীলা -- তোমার ‘জাগৃতি সমিতি’?

নীলা ঃ তারা এসেছিল এখানে?

অনি ঃ হ্যাঁ, বৌদি। এখানে একটা বড় সেমিনারে ওরা এসেছিল। কলকাতার ‘নারীচেতনা’ সমিতির কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। ওরাই একটা অল ইন্ডিয়া সেমিনারের আয়োজন করেছিল। দিদির মুখে শুনেছি -- ওরাই এই অ্যাডভোকেট্ আনে, কেসে সাহায্য করে।

নীলা ঃ দিদি কি ‘জাগৃতি’ - কে ইন্টারভ্যু দিয়েছে?

দীপা ঃ তবে আর বলছি কি। সমস্ত কাগজেই ছবি -- বাড়ির কথা -- এতে আমাদের মুখ কম পুড়ল?

নীলা ঃ কিন্তু দীপা, জনমত তৈরি না করলেই বা চলবে কি করে?

সুবিমল ঃ নীলা! জনমত তৈরি করে কী হল? মাঝ থেকে দিদিকেই সবাই চিনল-- আমাদের সবাই চিনল--

অনি ঃ আচ্ছা - আমি বুঝতে পারছি না -- দিদিকে নিয়ে তোমরা কি অসুবিধেয় পড়ে গেলে?

সুবিমল ঃ অসুবিধা তোমারও কিছু কম হবে না, অনি। পরীক্ষার রেজাল্ট বেলেই জীবনের আর একটি কঠিন অধ্যায় তো মার শু হবে। আর তখনই রিয়েলাইজ করবে-- দিদির এই অ্যাক্সিডেন্ট-টা আমাদের টোট্যাল ফ্যামিলির উপর কলঙ্কের যে দাগ এঁকে দিল, তার গভীরতা কতখানি। রেপ ভিক্টিম্ তোমার দিদি-- এটা প্রথম শুনে তোমার কেমন লেগেছিল জানি না, কিন্তু কালকের কাগজ পড়ে যখন সবাই কেসের রায় জানবে, জানবে যে দিদির অভিযোগই ছিল মিথ্যা, তখন দিদির সম্পর্কে মানুষের ধারণাটা কি হবে সেটা একবার ভেবেছ? ভেবেছ কি আমাদের ই বা কি পরিণতি হবে?

বাবা ঃ কি আবার হবে! সবাই আঙ্গুল দেখাবে, টিট্কিরি দেবে, সমাজ বয়কট করবে!

নীলা ঃ করে নাকি?

দীপা ঃ করে না!

সুবিমল ঃ শী উইল মেক্ এভ্রিওয়ান আন্‌কম্‌ফর্টেবল! ও তুমি বুঝবে না নীলা--

নীলা ঃ সত্যিই বুঝবো না। আমি তো ভাবলাম, তুমি বলবে, দিদি, বাঙ্গালোর চলো। লম্বা ছুটি নাও। সব ভুলে যাও। অথচ তুমি--

সুবিমল ঃ ওখানে কি লোকে টাইমস্ অব ইন্ডিয়া পড়ে না? সবাই জেনে গেছে!

নীলা ঃ আমি দিদিকে নিয়ে স্বামীজির কাছে যাবো।

অনি ঃ স্বামীজি! ও - তোমার বাবা মা'র সেই সূর্যস্বামী! উনি তো শুনেছি বছরের ম্যাকসিমাম্ সময়ই আমেরিকায় থাকেন। তুমিও কি তার---

নীলা ঃ হ্যাঁ - অনি। এখন আমিও তার শিষ্যা। লাস্ট ইয়ারে যখন ড্যাম্ আর মাম্ স্টেটস্ থেকে এলেন , তখন ওরাই অলমোস্ট আমাকে জোর করে স্বামীজির কাছে নিয়ে গেলেন। কি বলবো অনি -- আমি তো এসব ব্যাপারগুলো তখ নব্বিাসই করতাম না! কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে ফাস্ট মিটিংয়ের পর আমার ধারণাই পাল্টে গেল। নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতা নিয়ে তার চিন্তা - ভাবনা আমাকে দাণ ভাবে ইনস্পায়ার করল। আমি বলছি-- একমাত্র স্বামীজিই এ - মুহূর্তে দিদিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবেন।

বাবা ঃ ব্বিাস আছে তার? চল্লিশ বছর বয়স হল! বিয়ে তো করলেই না। বেশ। এ সময়ে একটু গোলপার্ক মিশনে যাও। নিজের মাসির বাড়িতেই নিত্য সংকীর্তন, সেখানে যাও। আমাদের ওপর তলায় একটা স্পিরিচুয়াল স্টাডি সার্কেল হয়, ওরা কতবার ডেকেছেন---

নীলা ঃ যায় নি?

বাবা ঃ না, কক্ষনো না!

নীলা ঃ কিন্তু চল্লিশ কোনও বয়সই না। আমার পিসিমাই তো চল্লিশ পেরিয়ে বিয়ে করেছেন -- খুব ভালো আছেন। দেখলেই ভালো লাগে।

দীপা ঃ (বিষাক্ত চোখে বৌদির দিকে তাকায়। খুব আঘাত করতে ইচ্ছে করে বৌদিকে)

তোমার সেই পিসিমা তো?

নীলা ঃ আমার তো একটিই পিসি

দীপা ঃ কী যেন করেন?

নীলা ঃ কস্ট্যুম জুয়েলারীর বিজনেস।

দীপা ঃ আমেরিকায়?

নীলা ঃ লন্ডনে।

দীপা ঃ যাই হোক্। উনি তো কার সঙ্গে যেন---

নীলা ঃ হ্যাঁ, থাকতেন---। তোমার আপত্তি আছে?

দীপা ঃ তুমি -- বুঝবে না বৌদি।

বাবা ঃ (ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত) কি বলতে চাইছ?

সুবিমল ঃ আস্তে, আস্তে। তোমরা বুঝতে পারছ না। -- সবাই এখনও কান পেতে আছে। দেখছ না -- সন্ধে থেকে একের পর একজনের আসার বিরাম নেই। কে কখন এসে পড়বে, শুনে ফেলবে।

(নীলা ও স্বামীর দিকে তাকায়। কাঁধ ঝাঁকায়। নিশ্বাস ফেলে)

নীলা ঃ দিদি কি করে সুবিচার পেল না বুঝতে পারছি না। আপনাদের কথাবার্তাও বোঝা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ইয়েস্ -- আমি বলছি ওকে স্বামীজির কাছে নিয়ে যাবো। কেননা স্বামীজী খুব যুক্তিবাদী, খুব বোঝেন। যাবে কি না সেট া দিদির উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সুবিমল ঃ নীলা -- নীলা! তুমি একেবারে অন্য জগতের মানুষ। কিছু বোঝ না। তুমি ভাষণ ভালো, কিন্তু মানুষ চেনো না।

বাবা ঃ ধর্ম - কর্ম ছেড়ে দাও! অফিসের পর টো - টো করে ঘোরা, নাটক নিয়ে মেতে থাকা, তারপর কারা লাইব্রেরি কর ছে, সেখানে যাওয়া---, বন্ধু বান্ধব! কি কম?

দীপা ঃ কেন? প্রতিবছর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া! ফ্যামিলির কথা ভাবল কোনদিনও? সামাজিকতা রাখল? জানে অ ামার স্বামী কি ডিফিক্যাল্ট্ -- আমার ছেলের জন্মদিন, আমাদের ম্যারেজ -ডেতে কোনওদিন এল না আমার ওখ ানে!

অনি ঃ তুই জানিস না অনি ওর ভীষণ মেজাজ! আমাদের বাড়ি সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা। সে কথা বলতেও ছাড়ে না।

নীলা ঃ হোয়াট্? তোমার বাড়ি সম্পর্কে---

দীপা ঃ হ্যাঁ।

নীলা ঃ কি বলে? তোমাদের না লভ্ম্যারেজ?

দীপা ঃ ও-ই--! ব্যবসা করার সময় টাকা চেয়েছিল, ভেবেছিল আমাদের বাড়ি থেকে সাহায্য পাবে---।

নীলা ঃ (ভীষণ অবাক হয়) আশ্চর্য! তোমার কথায় মনে হচ্ছে তোমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তুমিও একমত। আমার পক্ষে--

সুবিমল ঃ আঃ নীলা, ওসব কথা এখন থাক্ না। আচ্ছা --- আমরা এতক্ষণ এখানে কথা বলছি, দিদি তো একবারও এলে া না।

বাবা ঃ কোন মুখে আর আসবে এখানে?

দীপা ঃ যতসব ন্যাকামি। সকলের মুখ পুড়িয়ে এখন আর দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকলে লাভ কী?

বাবা ঃ সেই তো ঘরেই বসলি। মাঝ থেকে আমাদের কাছ থেকেও বাইরের জগৎটাকে কেড়ে নিলি!

সুবিমল ঃ না বাবা, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। সেই রায় বেবার পর কোর্ট থেকে বাড়ি পর্যন্ত সারাটা রাস্তা দিদি একটাও কথা বলেনি। বাড়ি ফিরেও কারো সাথে কোনও কথা না বলে স্নান করে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেছে -আর বেলোই না। নীলা খেতে ডেকেছিল, দীপাও একবার ডেকে এসেছে, অনি ডেকেছে দু'বার -- অথচ দিদি দরজাই খুললো ন া!

অনি ঃ তার মানে, কি বলতে চাইছ দাদা?

সুবিমল ঃ বুঝতে পারছো না! রায় বেবার পর দিদি একদম ভেঙে পড়েছে। যাক বলে --- কম্প্লিটলি আপ্সেট্। এ অবস্থা য় যদি দিদি এতক্ষণে একটা কিছু--

অনি ঃ দাদা---!

বাবা ঃ কি বলছিস্ তুই পাগলের মতো!

সুবি ঃ আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। অনি, আয় আমার সঙ্গে। দরকার হলে দরজাটা ভাঙতে হবে।

বাবা ঃ সুবি --- কি বলছিস্ তুই -- না না, এ হতো পারে না -- গোপা--

(আতঙ্কে, উদ্বেগে প্রচন্ডব্যস্ততা নিয়ে সবাই ভেতরের দিকে এগাতেই সামনে এসে দাঁড়ায় গোপা।)

গোপা ঃ ভয় নেই বাবা। সুইসাইড করলে অনেক আগেই করতাম। তোমাদের লজ্জা অপমান বোধহয় তাতে অনেক কম হতো। পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে তোমাদের সব কথাই এতক্ষণ শুনছিলাম -- আর নিজের জন্য দুঃখ হচ্ছিল। কি অ পচয় করেছি নিজেকে।

নীলা ঃ অপচয়! দিদি?

গোপা ঃ অপচয় নয় নীলা? সবচেয়ে বড় বাবা। বাবা তো জপিয়েছিল যে নিজের কথা ভাবিস না। আমিও ভাবলাম না। বি.কম. কমপ্লিট করে সবার কথা ভাবতে গিয়েই পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকলাম। সুবিকে ডাক্তারি পড়ালাম। তখন মুর্খ ছিল াম। ভাবতাম -- ভালো কাজ করছি--

নীলা ঃ (হঠাৎই স্বামীর পক্ষ নেয়) এরকম অনেক ফ্যামিলিতেই দেখা যায়। বিশেষ করে ফ্যামিলি -র জন্য বড়দের একটু স্যা ক্রিফাইস করতেই হয়--

গোপা ঃ হ্যাঁ হয়। তারপর ভাই অবশ্য যোগাযোগ রাখতে পারেনি আর তেমনও হয়তো হয়।

নীলা ঃ (কাঁধ ঝাঁকায়) তোমাদের ফ্যামিলির এসব কথা আমি জানি না।

গোপা ঃ জানতে চাওনা হয়তো। কিন্তু আমি বলে যেতে চাই। যাতে পরে না মনে হয় -- বলতে পারতাম কিন্তু বলিনি।

সুবিমল ঃ এখনই বলবার দরকার কি?

গোপা ঃ দরকার আছে বৈকি। অবশ্য আগেও বুঝেছিলাম -- আদালতে কেস শেষ হয়ে গেলেও তোমাদের আদালতে আমি এখনও বিচারাধীন, আমার ট্রায়াল চলছে।

বাবা ঃ কি? কি বলবি তুই?

গোপা ঃ বাড়ি। বাড়িটা তো আমার। এখনো ইনস্টলমেন্ট কাট্‌ছে। বলতে পারো বাবা, সে - বাড়িতে আমার ফেরার কি আকর্ষণ আছে? তোমার সকালে দুধ-খই থেকে রাতে টি আর ঝোল যাতে ঠিকমত পাও ঝি সেটা দেখে। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো -- যখন টাকা চাও। সেটা আমি আর দিতে প্রস্তুত নই। এখন থেকে নিজের পেনশনের টাকা দিয়ে থেকো। আমি তোমার কথা ভাবতে যাবো না আর।

বাবা ঃ তার মানে! বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি?

গোপা ঃ আমার বাড়ি।, আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় কেনা, আমি চলে যাবো কেন?

দীপা ঃ তাহলে তো বাবাকেই চলে যেতে হয়!

গোপা ঃ ঠিক তাই।

দীপা ঃ দিদি!

গোপা ঃ তোরাও আর আসিস্‌ না -- আমি বারণ করছি। নীলা তোমাদেরও। চারমাসে বাইরের দুনিয়াকে যত না, বাড়ির লোকদের চিনেছি অনেক বেশি--

বাবা ঃ নাটকের মতো কথাবার্তা যত!

গোপা ঃ স্বাভাবিক বাবা। নাটক করি, আমাদের গ্রুপ - ও যথেষ্ট পরিচিত। সবটাই তো নাটক আমার। সুবি - অনিকে পড়ানো নাটক, মা - কে চিকিৎসা করানো নাটক, দীপার তথাকথিত লাভ্‌ম্যারেজে ধার করে টাকা দেওয়া নাটক--- অবশ্য একথা বলতেই হয় যে তোমার মতো নাটক আমি করতে পারিনি!

বাবা ঃ আমি--- আমি নাটক করেছি?

গোপা ঃ করেছো। আমরা তখন বেকবাগানে থাকি। সুশোভন -- আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। দীপার বিয়ের পরেই। আমিও চেয়েছিলাম-- বয়স তখন কত? তেত্রিশই হবে। এ ফ্ল্যাট - টা বুক করেছি, হ্যাঁ তিরাশি সাল।

নীলা ঃ করলে না কেন?

গোপা ঃ বাবা, চুপ করে আছ কেন?

বাবা ঃ আমি, কিছু বলবো না।

গোপা ঃ কি বলবে বল? সুশোভনকে বলেছিলে --- আমার ডিসিস্‌ আছে সন্তান হবে না কোনওদিন! তারপর সুশোভন চলে গেলে আমি বাড়ি ফিরতেই আমাকে ধরে কেঁদেছিলে আর বলেছিলে -- আমি চলে গেলে সংসার ভেসে যাবে তোমরা না খেতে পেয়ে মরবে। অফিস থেকে যত টাকা পেয়েছিলে সবই গেছে চিটফান্ডে! অথচ সে কথা সত্যি নয়। তুমি আজও পেনসন পাও। তোমার টাকাও আছে। নীলা, অত অবাক হচ্ছো কেন? সেবারই আমি সাউথ ঘুরতে চলে যাই। তোমাদের ওখানেও গিয়েছিলাম।

নীলা ঃ (সুবিমল - কে) আর তুমি বলেছিলে -- দিদি অ্যান্টি - ম্যারেজ্‌!

গোপা ঃ বলবেই নীলা। আমি কি মূর্খ বল! বাবার কথার পর নিজের বিয়ের ইচ্ছাকে মনে হল স্বার্থপরতা। নিজেকেই নিয়ে নাটক করে গেলাম!

দীপা ঃ এখন কী হবে তা ভেবেছ?

গোপা ঃ বুঝলাম না -- কি বলতে চাইছিস?

দীপা ঃ দিদি রেপ কেসে ফেঁসেছে, ছবি দেখেছে সবাই, সবাই আঙ্গুল দেখাবে না? ছি ছি করবে না? কেউ কোনও সামাজিক ব্যাপারে ডাকবে? ওর বিজনেসের জগতেও সবাই--

গোপা ঃ ভাবিস্‌ না। তোর বরের চামড়া যথেষ্ট মোটা। বে - আইনে বাড়ি তোলে, সে বাড়ি ভাঙে, কেস হয়। এসব সামলে সে তো দিব্যি আছে।

দীপা ঃ ওদের ফ্যামিলিতে কেউ কখনও--

নীলা ঃ রেপড্ হয় নি?

দীপা ঃ না। ভালো মেয়েরা রেপ হয় না।

অনি ঃ (প্রায় গর্জন করে ওঠে) ছোড়দি।

গোপা ঃ অনি--, এটা একা দীপার কথা নয়

নীলা ঃ দিদি!

গোপা ঃ নো মোর -- নীলা -- ইটস্ এনাফ্ - যথেষ্ট সহ্য করেছি। নিজেদের দেখতে পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি। আবার বাবা। সারা জীবন স্বার্থপরতা আর স্বার্থপরতা! মায়ের ট্রিটমেন্টও করায় নি। আমার জীবন নষ্ট করেছে। কিন্তু সেগুলো যে অন্যায় -- তা মনে করে না। আমি কেন কেস করলাম, কেন পাবলিসিটি হল, সেটাই বাবার কাছে সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা।

বাবা ঃ গোপা--- যথেষ্ট বলেছিস--

গোপা ঃ না, বলিনি-- এই যে দীপা--, দীপা মনে করে না, স্বামী যে ভাবে ব্যবসা করে, যাদের সঙ্গে ঘোরে, দীপা যাদের গ্লাসে মদ ঢেলে দেয়, সে ব্যাপারটার মধ্যে কোনও অন্যায় আছে। আমি রেপড্ হই, কেস করি, কেসে হেরেছি বলে তোমাদের দুঃখ নেই। কেসে জিতলেও তোমরা সমান লজ্জায় পড়তে। কেস-এ পাবলিসিটিটাই তোমাদের সর্বসম্মান নষ্ট করে দিল -- চমৎকার! তুই কিছু বলবি সুবি?

সুবিমল ঃ আমাকে বলছ?

গোপা ঃ আর কাকে?

সুবিমল ঃ ব্যাপারটা কি দিদি - রেপের বিষয়টা মেয়েরা লজ্জাতেও চেপে যায়। সমাজে ব্যাপারটা -- তাছাড়া সে লোক আবার শোধ নেবে কিনা, সে ভয়ও থাকে।

নীলা ঃ এত ভয়ের কি আছে? এত ভয় করলে লোকে শাস্তি পাবে না, ল' এনফোর্স হবে না।

বাবা ঃ তোমরা একটু থামবে! (গোপাকে) তাহলে তুই এখন কি করবি ঠিক করেছিস?

গোপা ঃ এতদিন যা করতাম।

বাবা ঃ তার মানে--

গোপা ঃ ব্যাঙ্কে যাব, নাটক করবো, লাইব্রেরীতে যাব, সব করবো এবং কাল থেকেই--

বাবা ঃ এরপরেও?

বাবা ঃ এ - বিল্ডিং - যে কিন্তু নানা কথা চলছে!

গোপা ঃ সো হায়াট! শোনো বাবা -- তোমরা আমাকে নিয়ে যত লজ্জা পাচ্ছ -- তার চেয়ে অনেকগুন বেশি লজ্জা পাচ্ছি আমি তোমাদের নিয়ে। ঘেন্না হ্যাঁ ঘেন্নাও বলতে পারে। তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমি আর চলতে চাই না। সুবি আর নীলা তো চলেই যাবে, দীপাও বাড়ি যাবে। যদ্দিন চাকরি না পায়-- অনি আমার এখানেই থাকতে পারে। কিন্তু তুমি কি করবে তা ভেবে নাও বাবা। কাল থেকে তোমার এখানে থাকা চলবে না।

সুবিমল ঃ বাবা -- বাবা এবয়সে--

গোপা ঃ বাবার সত্তরও হয়নি। নিজের টাকা আছে। ব্যবস্থাও নিজেই করবে। তাছাড়া আমি তো বাবার একমাত্র সন্তান নই। তুই আছিস, দীপা আছে, তোদের মতো ভালো ছেলেমেয়েরা থাকতে আমিই বা সারা জীবন বাবার ভার বইবো কেন? বাবারও নিশ্চয়ই তা সহ্য হবে না।

বাবা ঃ (ভাঙা গলায়) তুই এমন পাষাণ -- গোপা!

গোপা ঃ নাটক করো না বাবা।

নীলা ঃ ইট উইল বি আ টাফ্ ব্যাটল্ -- দিদি।

গোপা ঃ সার্টেনলি। কিন্তু এটা বুঝে দেখ নীলা -- আমার তবু একটা নিজস্ব থাকার জায়গা আছে চাকরি আছে, এরপর হাইকোর্টে যাব, সুপ্রীম কোর্টে যাবার কথা আমি ভাবতে পারি। অথবা 'নারীচেতনা' বা 'জাগৃতি'র সাহায্য জনমত গড়ার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তাদের কথা ভাব -- যাদের কিছু নেই, যারা হরদম রেপড্ হয়। তাদের বাবা-দাদা-ভাই-বোন ব

া স্বামী কি তাদের নির্দোষ ভাবে? সাহায্য করে?
নীলা ঃ হুঁ --- বুঝেছি।
গোপা ঃ রাত অনেক হল। তোমরা এবার আসতে পারো। দা কোর্ট ইড ডিস্‌মিস্‌ড। (গোপা সোফায় গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে)
নীলা ঃ সুবি -- সুবি তুমি ফেল করে গেছো। আমি ভাবতে পারি নি তুমি এভাবে-- (দ্রুত চলে যায়)
সুবিমল ঃ নীলা -- নীলা শোন -- নীলা
(পেছন পেছন যায়)
দীপা ঃ এসব গোয়ার্তুমির কোনও মানেই হয় না--
(গজ্‌গজ্‌ করতে করতে দীপাও চলে যায়। বাবা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। একবার গোপা- কে দেখে। তারপর মা থা নীচু করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। অনি জানলা দিয়ে বাইরের আকাশটা দেখছে। গোপা চোখ খোলে। চারদিকে তাকায়। অনিকে দেখতে পায়। উঠে যায়।
গোপা ঃ অনি--
অনি ঃ (ঘোরে) দিদি
গোপা ঃ সবাই চলে গেল, তুই গেলি না?
অনি ঃ একান্তই নিজস্ব বলে কোনও গন্ডী থাকলে হয়তো যেতাম।
গোপা ঃ ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলি?
অনি ঃ স্বার্থপর এই পৃথিবীটাকে রাতের আঁধারের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম--
গোপা ঃ থামলি কেন? কি ভাবছিলি?
অনি ঃ আধুনিকতার নামে কত না বড়াই আমাদের! অথচ হাজার বছরের পুরনো ফিউডাল কনসেপ্ট - গুলোর দাসত্ব থেকে আজও আমরা মুক্তি পেলাম না! নাহলে আর্থিক স্বনির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও তোমাকে আজ--
গোপা ঃ (মৃদু হেসে) এই সিস্টেমে এর বেশি আর কি আশা করিস অনি? আর সেজন্যই তো অবিরাম লড়াই। আর্থিক স্বনির্ভরতা আমাকে অন্তত লড়াই করার জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে--
অনি ঃ (আবিষ্কারের আনন্দ) তোমাকে দেখে আমার গর্ব হয় -- সত্যি বলছি দিদি -- তুমি হারোনি, তুমি জিতেছ--
গোপা ঃ খেয়েছিস কিছু?
অনি ঃ তুমিও যে কিছু খাওনি দিদি?
গোপা ঃ (কাছে, খুব কাছে টেনে নেয়) চল -- খেয়ে নিই। (ওরা ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়ায়)। পর্দা পড়ে।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com